ছায়ানট

নজরুল ইসলাম

দাম পাঁচ সিকা]

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

নজরুলের অন্যান্য বই ঃ—

১।	অগ্নিবীণা	(তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে, কবির নূতন ফটো সম্বলিত)	১।০
২।	দোলনচাঁপা		১।০
৩।	ব্যথার দান	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১॥০
৪।	রিক্তের বেদন		১॥০
৫।	রাজবন্দীর জবানবন্দী	(দ্বিতীয় সংস্করণ, কবির নূতনতম প্রতিকৃতি সম্বলিত)	৵০
৬।	চিত্তনামা		॥০

(যন্ত্রস্থ)

১।	ঝিঙেফুল (ছেলেদের কবিতা)	১৲
২।	ফণি-মনসা (নূতন কবিতা ও গান)	১।৵
৩।	বাঁধন-হারা (পত্র-উপন্যাস)	২৲
৪।	প্রলয়ঙ্কর	১।০

[কবির "বিষের বাঁশী" "ভাঙার গান" ও "যুগবাণী" বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে]

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল—মেট্‌কাফ প্রেস্‌
১৫নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার শ্রেয়তম রাজ-লাঞ্ছিত বন্ধু

মুজাফ্‌ফর আহমদ

ও

কুতুব-উদ্দিন আহমদ

করকমলে—

নজরুল ইস্‌লাম

ছায়ানট

বিজয়িনী

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হা'র মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হা'র-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

ওগো জীবন-দেবি !

আমায় দেখে কখন্ তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,

আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে

বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,

যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে,

আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।

কুমিল্লা

অগ্রহায়ণ ১৩২৮

কমল-কাঁটা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে।

উঠ্‌ল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল—বাঁধ-ভরা জল
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবেনা আনমনে॥

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি!

আস্‌বে কি আর পথিক-বালা?
পর্‌বে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বল্‌বে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধ্‌বে কে কঙ্কনে?

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩৩১

চৈতী হাওয়া

(১)

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার !
আজকে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার !
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে-পাওয়া হার !

(২)

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল ?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,—
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে ? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল ?

(৩)

অস্ত-খেয়ার হারামাণিক-বোঝাই করা না'
আস্‌ছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই ব'সে
আমার মাণিক কইগো সে?
পারাপারের ঢেউ-দোলানী হানছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

(৪)

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুম্‌রে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এম্‌নি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেম্‌নি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা-বউ
পান ক'রে ওই ঢুল্‌ছে নেশায়, দুল্‌ছে মহুল বন!
ফুল-সৌখিন্ দখিণ-হাওয়ায় কানন উচাটন!

(৫)

পড়্‌ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যূঁই
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপ্‌নি যেত নুঁই।
হাস্‌তে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হ'য়ে ফুটত গাল!
থল্‌কমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই!
বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভুঁই!

(৬)

চৈতী রাতির গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদ্‌ত কবুতর !
ভুঁই-তারকা সুন্দরী-
সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি'
থোঁপা থোঁপা লাজ ছড়াত দোলন্‌-খোঁপার পর,
ঝাঁজাল্‌ হাওয়ায় বাজ্‌ত উদাস মাছ্‌রাঙ্গার স্বর !

(৭)

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ !
লুকিয়ে তুমি দেখ্‌তে তাই
বল্‌তে, 'আমি অম্‌নি চাই !'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ !
হিজল্‌ শাখায় ডাক্‌ত পাখী "বউ গো কথা কউ !"

(৮)

ডাক্‌ত ডাহুক জল-পায়রা, নাচ্‌ত ভরা বিল,
যোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্‌-চিল !
হঠাৎ জলে রাখ্‌তে পা,
কাজ্‌লা দীঘির শিউরে' গা
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর-দীঘির নীল !

(৯)

উদাস দুপুর কখন্ গেছে এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুমন্তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন্-উদাসী ভীম্‌পলাশী গায়!

(১০)

বউল আজি বাউল হ'ল, আমরা তফাতে!
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির-ডানাঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

(১১)

বউল্ ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টস্‌টসে-বুক ঝুর্‌ছে গোলাব জাম!
কামরাঙারা রাঙ্‌ল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম!

(১২)

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথ্‌ব মালা—পাইনে খুঁজে ডোর!
সেই চাহনী নীল-কমল
ভর্‌ল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্ম-মূলে মোর।
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনোরী-হার লোর:

(১৩)

তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শাল্‌বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়!
সাঁজ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল।
হায় গো আমার ভিন্ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

(১৪)

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত—তোমার দেখা নেই!
কণ্ঠে কাঁদে একটী স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধ্‌লে ঘর?
তেম্‌নি ক'রে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই!

(১৫)

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়্‌বে রাঙা পা !
আবার তোমার সুখ্‌-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না' ॥

হুগলি
চৈত্র ১৩৩১

বেদনা-অভিমান

ওরে আমার বুকের বেদনা !
ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে
আকুল এমন কাঁদন কেঁদো না ॥

কখন্ সে কার ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,
তাইতে রে আজ এড়িয়ে চলে' সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি।

ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,
একটি কথায়—অভিমানী মোর !
ডুক্‌রে কাঁদিস্ বাঁধন-হারা, 'ওগো আমার বাঁধন বেঁধনা' ॥

বাঁধন গৃহের সইল না তোর,
তাই ব'লে কি মায়াও ঘরের ডাক্ দেবে না তোকে ?
অভিমানী গৃহ-হারা রে !
চল্‌লে একা মরুর পথেও
সাঁজের আকাশ মায়ের মতন ডাক্‌বে নত চোখে,
ডাক্‌বে বধূ সন্ধ্যা-তারা যে !

জানি ওরে এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে।
জোর ক'রে কেউ বাঁধেনা তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়-রথে।

ওরে কঠিন! শিরীষ কোমল তুই!
মর্ম্মর তোর মর্ম্মে ছাপা বেল কামিনী যূঁই।

বুক-পোরা তোর ভালবাসা, মুখে মিছে বলিস, 'সেধোনা।
আমার বুকের বেদনা॥

দৌলতপুর
কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নিশীথ-প্রীতম

হে মোর প্রিয়

হে মোর নিশীথ-রাতের গোপন সাথী !

মোদের দুইজনারেই জনম ভ'রে কাঁদ্‌তে হবে গো—

শুধু এমনি ক'রে সুদূর থেকে, একলা জেগে রাতি ॥

যখন ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে' নিশীথ যাবে ঘুম,

আকাশ বাতাস থম্‌থমাবে সব হবে নিঝ্‌ঝুম,

তখন দেবো দু'হু দোঁহার চিঠির নাম-সহিতে চুম !

আর কাঁপ্‌বে শুধু গো

মোদের তরুণ-বুকের করুণ কথা আর শিয়রে বাতি ॥

মোরা কে যে কত ভালোবাসি কোনদিনই হবে না তা বলা,
কভু সাহস ক'রে চিঠির বুকেও আঁক্‌বোনা সে কথা ;
শুধু কইতে-নারার প্রাণ্‌-পোড়ানি রইবে দোঁহার ভরে' বুকের তলা।
শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকার—
বুকের তলায় জড়িয়ে রাখার
ব্যাকুল কাঁপন নীরব কেঁদে কইবে কি তা'র ব্যথা !

কভু কি কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,
অভিমানে চারটি চোখেই আস্‌বে বাদল নেমে !
কত চুমুর তৃষায় কাঁপ্‌বে অধর, উঠ্‌বে কপোল ঘেমে !
হেথা পুরবেনাক ভালোবাসার আশা অভাগিনী,
তাই দল্‌বে বলে' কল্‌জে' খানা রইনু পথে পাতি॥

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

অ-বেলায়

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী।
অবেলাতেই পড়লো ঝরে' কোলের কামিনী—
ও সে শিথিল কামিনী ॥

খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়
দিন না যেতেই সন্ধ্যে বেলায়
মলিন হেসে চড়লো ভেলায়
মরণ-গামিনী।
আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি ॥
আমার অভিমানিনী!

ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই
ওযে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল ছোট্ট বুকের একটু সুরভি,
আজ তারি সেই শুক্‌নো কাঁটা বিঁধচে বুকে ভাই—
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায় যেন সাঁজের পূরবী।

জানলে না সে ব্যথাহতা
পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা
কত দামিনী !
আমার বুকের তলায় রইল জমা গো—
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি !
আমার অভিমানিনী ॥

দৌলতপুর
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

হা'র-মানা-হার

তোরা কোথা হ'তে কেমনে এসে
মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি!
আমার পথিক-জীবন এমন ক'রে
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে বাঁধন পরালি॥

আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব ক'রে হেসে
তারা হা'র মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,
তোরা কেমন ক'রে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ঐ কচি বাহুর রেশমী ডোরে ফেল্‌লি আমায় বেঁধে!
তোরা চলতে গেলে পায়ে জড়াস্,
'না' 'না' ব'লে ঘাড়টি নড়াস্,
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন ক'রে
ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি॥

ওরে চোখে তোদের জল আসে না—
চমকে' ওঠে আকাশ তোদের
চোখের মুখের চপল হাসিতে।
ঐ হাসিই ত মোর ফাঁসি হ'ল,
ওকে ছিঁড়তে গেলে বুকে লাগে,
কাতর কাঁদন ছাপা যে ও হাসির রাশিতে!
আমি চাইলে বিদায় বলিস, 'উঁহুঁ
ছাড়বনাক মোরা'
ঐ একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি,
কত দেশ বিদেশের কান্না হাসির
বাঁধন ছেড়ার দাগ যে বুকে পোরা,
তোরা বস্‌লিরে সেই বুক জুড়ে আজ,
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি!
ওরে দরদীরা! তোদের দরদ
শীতের বুকে আন্‌লে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ
কাতর ক'রে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি॥

দৌলতপুর
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

লক্ষ্মীছাড়া

আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।
শেষে সে-ই আমারে কাঁদায়, যারে করি আপ্‌নারি জন॥

দূর হ'তে মোর বাঁশীর সুরে
পথিক-বালার নয়ন ঝুরে,
তার ব্যথায়-ভরাট ভালোবাসায় হৃদয় পুরে গো!
তারে যেম্‌নি টানি পরাণ-পুটে
অম্‌নি সে হায় বিষিয়ে উঠে!
তখন হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরি সঙ্গীহারা পথটী আবার নির্জন॥

মুগ্ধা ওদের নেই কোন দোষ আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,
প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা,
ঘর-বাসীদের প্রাণ যে কাঁদে
পর-বাসীদের পথের ব্যথা স্মরি,
তাইত তারা এই উপোসীর ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা,
শান্তি-বারি-ধারা।

ঘরকে পথের বহ্নি-ঘাতে
দগ্ধ করি আমার সাথে,
লক্ষ্মী ঘরের পলায় উড়ে' এই সে শনির দৃষ্টিপাতে গো।
জানি আমি লক্ষ্মীছাড়া
বারণ আমার উঠান মাড়া,
আমি তবু কেন সজল-চোখে ঘরের পানে চাই?
নিজেই কি তা জানি আমি ভাই?
হায় পরকে কেন আপন করে' বেদন পাওয়া,
পথেই যাহার কাট্‌বে জীবন বিজন?
আর কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চল্‌তে হবে
পথটি আমার নিজন।
আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন॥

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

শেষের গান

আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐগো এবার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল শ্বাসে

ব্যথায়-বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
মাটীর মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে।

অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,
স্বপন-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
হাতছানি দেয় অনাগতা,
আকাশ-ডোবা বিদায়-ব্যথা
লুটায় আমার ভুবন ভরি বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে॥

মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপূর আজ দিগ্বলয়ে,
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারার ভয়ে।
হারিয়ে-পাওয়া মানসী হায়
নয়ন-জলে শয়ন তিতায়,
ওগো এ কোন্ যাদুর মায়ায় দুচোখ আমার জলে ভাসে॥

আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন পায়ের আসা যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ
আমার অনেক দাবী দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সাম্‌নে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায় দূরের বাঁশী ডাক দিয়েছে, রাখ্‌বে কে আর বাঁধন-পাশে॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু।
নিবিড় সে-কোন্ বেদ্‌নাতে ভয়-আতুর এ-বুক্ কাঁপ্‌লো দুরু দুরু

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘরছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায়-কুহু—
উহু উহু উহু!
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
খুঁজে বেড়াই কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি ছুট্‌ছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হুহু!
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু গুরু॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে! কোথায় প্রিয়
কোথায় নিরুদ্দেশ?'
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্‌টা মারে নিশীথ-মেঘের
আকুল চাঁচর কেশ।

'তাল বনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয় বজ্রে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ওসে সকল আকাশ জুড়ি।
থাম্‌ল বাদল রাতের কাঁদা,
হাস্‌লো, আমার টুট্‌লো ধাঁধা
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি।
আমি এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যা-তারার চলার পথ গো।
আজ অস্ত পারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৭

চিরন্তনী-প্রিয়া

এস এস এস আমার চির পুরানো !
বুক জুড়ে আজ বসবে এস হৃদয় জুড়ানো
আমার চির পুরানো !

পথ বিপথে কতই আমায় নিত্য নূতন বাঁধন এসে যাচে
কাছে এসেই অমনি তারা পুড়ে মরে আমার আগুন আঁচে ;
তারা এসে ভালবাসার আশায়
একটুকুতেই কেঁদে ভাসায়,
ভীরু তাদের ভালবাসা কেঁদেই ফুরানো ·
বিজয়িনী চিরন্তনী মোর '
একা তুমিই হাস বিজয় হাসি দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো ॥

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাটলে আপন হাতে,
প্রেম-গরবী আপন প্রেমের জোরে,
জানতে, আমায় সইবে না কেউ বইবে না ভার
হারমেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে ।

গরবিনী! গর্ব্ব করে এই কপালে লিখলে জয়ের টীকা
"চঞ্চল এই বাঁধন হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকা!"
প্রিয়! তাই, কি আমার ভালবাসা
সবাই বলে সর্ব্বনাশা,
এই ধূমকেতু মোর আগুন ছোঁওয়া বিশ্ব পোড়ানো?
সর্ব্বনাশী চপল প্রিয়া মোর!
তবে অভিশাপের বুকে তুমিই হাসবে এস
নয়ন ঝুরানো॥

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

বেদনা-মণি

একটি শুধু বেদনা মাণিক আমার মনের মণি-কোটায়
সেইত আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়॥

সেই মাণিকের রক্ত আলো
ভুলালো মোর মন ভুলালো গো।
সেই মাণিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়॥

আজ রিক্ত আমি কান্না হাসির দাবী দাওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে
ঐ বেদ্না-মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে।
এ কাল্ ফণী অনেক খুঁজি
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো!
আমার চোখের জলে ঐ মণি-দীপ আগুন-হাসির ফিনিক ফোটায়॥

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

পরশ পূজা

আমি এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম,
আর কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,

তখন মুকুর পাশে একলা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুমবো আমি চুমবো নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম ॥

তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা র'লে কাছে,
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার কাঁপন লেগে আছে।

তখন নাই বা আমার রইল মনে
কোন্‌খানে মোর দেহের বনে
জড়িয়ে ছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো,
আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম
এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম ॥

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮

অনাদৃতা

ওরে অভিমানিনী !
এমন ক'রে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।

পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দুদিন এসেছিলি,
সকল-সহা ! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুল্‌বো তারে হায় !
ভোলা কি তা যায় ?
ওরে হারা-মণি ! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী ॥

অভাগীরে ! হাসতে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে !

যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশীর সুরে
কইতে গিয়ে উঠলো দু' চোখ নয়ন-জলে পুরে !
না কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি গান সেই মু'খানি হায়
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই !
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনি নি ?
ওরে অভিমানিনী ॥

দৌলৎপুর কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

শায়ক বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে শায়ক-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখি না যে !
ওরে মাণিক ! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলারে ! লুটিয়ে প'লি এ' কা'র বুকের পর ?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

ছায়ানট

হায় এ কোথায় শান্তি খুঁজিস তোর ?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁক্‌ছে হাওয়া, কাঁপছে কুটীর মোর।
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি' !
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে।
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে
ওরে তাই ত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি !
ওরে আমার হারামণি ! ওরে আমার পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মাণিক !
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক !
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুইত আমার ন'স্ রে অতিথ অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস এই গেহ !
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য'দিন আছে বাকী !
প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি ?
হারিয়ে যাওয়া ? ওরে পাগল, সেত চোখের ফাঁকি !

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

হারা-মণি

এমন ক'রে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী !
কে রে ও তুই কে রে ? আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে,
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?

কোন্ জননীর দুলাল্ রে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছল ছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া
সারাখনই উছলে যেন পিছল ননী রে !
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে !
বুক-জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দ'লে এলি পায় ?

কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন
থমকে দাঁড়ালি ?
এমন চম'কে আমায় চমক লাগালি ?
এই কি রে তোর চেনা গৃহ, এই কি রে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী ॥

এ সুর যেন বড়ই চেনা, এ স্বর যেন আমার বাছার,
কখন্ সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয় না মনে রে !
না চিনেই আজ তোকে চিনি, আমারি সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়ে ছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে !

দুষ্টু ওরে চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু ?
সেই অবধি যাদুমণি কতশত জনম ধ'রে
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে রে,
আমি মা হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের
মা হয়ে বাপ খুঁজেছি তোরে !

দেখা দিলি আজকে ভোরে রে !
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু'খানি রে !

পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের
ফাঁদ পেতেছি যে !
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি,
গৃহ-হারা বাছা আমার রে !
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ ?
আজকে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান
তাই কি টাঙালি ?
মোর স্নেহের কাঙালী ॥

দৌলতপুর,
কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নীল পরী

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার
হলুদ-রাঙা উত্তরী।
উত্তরী-বায় গো—
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়
নীল্ সে পরীর দূর্ তরী॥

তার অবুঝ বীণার সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটা ঘু'রে
আস্ছে দূরে কচিপাতা দূত্ ত্বরি॥

মাঠ ঘাট তার উদাস চাওয়ায়
হুতাশ কাঁদে গগন মগন
বেণুর বনে কাঁপ্‌চে গো তার
দীঘল শ্বাসের রেশটা সঘন॥

তার বেতস-লতায় লুটায় তনু,
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু,
সে পাকা ধানের হীরক-রেণু
নীল নলিনীর নীলিম-অণু
মেখেছে মুখ্ বুক্ ভরি॥

ট্রেণ কুমিল্লার পথে,
চৈত্র ১৩২৭

স্নেহ-ভীতু

ওরে   এ কোন্ স্নেহ—সুরধুনী নামলো আমার সাহারায় ?
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ্ হিয়া কূল না হারায়।
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা
মরুর্ সে পথ তপ্ত সিসা
চ'ল্‌তে একা পাই নি দিশা ভাই ;
বদ্ধ নিশ্বাস—একটু বাতাস্ !
এক ফোটা জল জহর-মিশা !—
মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানা'ই !
হঠাৎ ও' কার ছায়ার মায়া রে ?—
যেন ডাক্-নামে আজ গাল্-ভরা ডাক্ ডাক্‌ছে কে ঐ মা-হারায়।

লক্ষ যুগের বক্ষ-ছাপা তুহিন্ হ'য়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,
কে সে বাথায় বুলায় পরশ রে ?—
ওরে   গলায় তুহিন্ কাহার কিরণ তপ্ত সোহাগ-চুমা ?
ওরে ও ভূত,   লক্ষ্মী-ছাড়া,
হতভাগা বাঁধন-হারা !
কোথায় ছুটিস ! একটু দাঁড়া হায় !
ঐ ত তোরে ডাক্‌চে স্নেহ   হাতছানি দেয় ঐ ত গেহ,—
কাঁদিস্ কেন পাগল-পারা তায় ?
এত   ডুক্‌রে' কিসের তিক্ত কাঁদন্ তোর ?—
অভিমানি ! মুখ ফেরা দেখ্, যা পেয়েচিস্ তা'ও হারায় !—
হায় বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায় ॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর প'ড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা
ওরে আমার পলাতকা ॥

তোর জল ভ'রেচে চপল চোখে,
বল্ কোন্ হারা-মা ডাক্‌লো তোকে রে ?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা !'—

দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—

দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কিরে তোর

ডাক দিয়েছে আজ?

এত দিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে!

নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্‌লো ঘরে সাঁঝ!

ধানের শীষে, শ্যামার শিশে—

যাদুমণি! বল্ সে কিসে রে,

তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়্‌লি বাঁধন!

চোখ-ভরা তোর উছ্‌লে কাঁদন রে!

তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে!

লক্ষ ৺পন আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,

"ওরে আয় আয় আয়—

ও(

ওরে ও আয় রে খোকন্ আয়,

হতভাগ বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা!

ওরে চপল পলাতকা॥"

কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩২৮

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন্ দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পর্‌লি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ॥

আবার মনের মতন ক'রে
কোন্ নামে বল্ ডাক্‌ব তোরে!
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারেবারে নাম হারায়ে॥

ওরে যাদু ওরে মাণিক আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভর্‌লি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী!

আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে,
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
উঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে।

অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে॥

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

ছায়ানট

মানস-বধূ

যেমন ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁটদুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়॥

জল-ছল্‌ছল্‌ উড়ু-উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,
কখন্‌ বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখীর পারা,
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,
মলিন চাওয়া (ছাওয়া) যেন দূরের সে কোন্‌ সবুজ ধোঁয়ায়।

সিঁথির-বীথির-খ'সে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক !
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোঁয়ায় ॥

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার যোড়-বাঁশীতে,
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
ম্লান্ তার লাল্ গালের লালিম
রোদ-পাকা আধ-ডাশা ডালিম,
গাগরী ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল-চিবুক-কুঁয়ায় ॥

চায় যেন সে শরম-শাড়ীর ঘোমটা চিরি, পাতা ফুঁড়ি,
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি,
বোল্-ভোলা তার কাঁকন্ চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায় ॥

বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিটোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরীর পাখা।

খেয়াপারের ভেসে-আসা-
গীতির মত পায়ের ভাষা,
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের রেঁায়ায় ॥

সে যেন কোন্ দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধূ ;
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনে যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়॥

দৌলতপুর
কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

দহনমালা

হায় অভাগী! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা?

কোন্ ঘরে আজ প্রদীপ জ্বেলে
ঘর-ছাড়াকে সাধ্তে এলে
গগন ঘন শান্তি মেলে হায়!
দু'হাত পূরে' আন্লে ও কি সোহাগ-ক্ষীরের থালা
আহা দুখের বরণ ডালা?
পথ্-হারা এই লক্ষ্মী ছাড়ার
পথের ব্যথা পার্বে নিতে? কর্বে বহন বালা?

লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি
দু'চোখ আমার নয়ন জলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি
ব্যথাও দিতে নারি—নারী! তাই যেতে চাই দূরে।

ডাক্তে তোমায় প্রিয়তমা
দু'হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো!
নয়ন-বাঁশীর চাওয়ার সুরে
বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহন বালা।
কল্যাণী! হায় কেম্নে তোমায় দেবো
যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন গালা॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৭

বিদায়-বেলায়

তুমি অমন ক'রে গো বারে-বারে জল-ছলছল-চোখে চেয়ো না,
জল ছল ছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।
ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ
দেখি, আর শুধু হুহু করে বুক।
চলার তোমার বাকী পথটুক্—
পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক—
হায় অমন ক'রে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না।

দূরের পথিক! তুমি ভাব বুঝি
তব ব্যথা কেউ বোঝে না,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,
পথে ফেরে যারা পথ-হারা,
কোন গৃহবাসী তারে খোঁজে না,—
বুকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি?

দূর বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূধূ মাঠে পথিকে?
এযে মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতি কে!
তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়—
পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!
কেহ ভালো বাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না॥

দৌলতপুর,
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

অকরুণ পিয়া

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশী
পথ ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি ॥

পথিক ব'লে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষ্যাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি ॥

তখন মোদের কিশোর বয়স যেদিন হঠাৎ টুট্‌ল বাঁধন,
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ জুড়ে শুন্‌ছি কাঁদন।

সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভ'রে নিল কায়া
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি ॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

ব্যথা-নিশীথ

নীরব নিশীথ রাতে
জল আসে আঁখি-পাতে।

কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।

ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশ্বাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে॥

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

সন্ধ্যাতারা

ঘোম্‌টা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা ?
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা ॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠ্‌ছে কেঁপে
রোজ সাঝে ভাই এমনি ধারা ॥

কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁজে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে ।

এই যে নিতুই আসা যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি প্রিয়-হারা ॥

কলিকাতা
কার্ত্তিক ১৩২৭

দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন-পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে॥

তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন,
কাজ হ'ল তাই পথিক-সাধন—
খুঁজে ফেরা পথ-বধূরে,
ঘুরে' ঘুরে' দূরে দূরে॥

হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা—তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে।

বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে,
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে
বন্ধু তোমার সুরে সুরে॥

বরিশাল
আশ্বিন, ১৩২৭

আশা

হয় ত তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুম্‌ছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আ'লের পথে, বিজন ঘাটে ;
হয় ত এসে মুচকি হেসে
ধ'র্‌বে আমার হাতটা একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোম্‌টা-হারা তোমার চাওয়া,
আন্‌লে খবর গোপন-দূতী দিক্‌-পারের ঐ দখিণ হাওয়া ॥

বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি,
সেই সে কথা লিখচে হোথা
দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখা ॥

বরিশাল
আশ্বিন, ১৩২৭

মরমী

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্‌না হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে ক'য়ে যায় হিয়ার কাণে॥

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্‌নি নামে কাজল-ছায়া!

দুইটী হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে॥

বরিশাল.
আশ্বিন ১৩২৭,

মুক্তি-বার

লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার।
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার॥

দিনের পরে দিন গিয়েছে হয়নি আমার ছুটী,
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়্‌ত বৃথাই লুটি'।
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগ্‌ল চোখে তোমার চাওয়া,
তাইত প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার॥

তোমার তরে বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটী থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা॥

এবার শুধু কথায় গানে রাত্রি হবে ভোর,
শুকতারাতে কাঁপ্‌বে তোমার নয়ন-পাতার লোর।
তোমায় সেধে ডাক্‌বে বাঁশী
মলিন মুখে ফুট্‌বে হাসি,
হিম-মুকুরে উঠ্‌বে ভাসি করুণ ছবি তার॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

আপন-পিয়াসী

আমার   আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়।
আমি   শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী বাসনায়॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোক হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়॥

কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৩১

ছায়ানট.

বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিণী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী ?
কোন বিবাগীর মায়া-বনমাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশী ?
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হের শিশির-অশ্রু-লোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী গৈরিক-রাঙা-বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী!
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

মম একা ঘরে নাথ দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি,
হেরি বাহির আলোকে অনন্ত লোকে একি রূপ তব মরি মরি !

দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ একি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব-দ্যোতনা।
ওগো নিঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

হুগলি,
আষাঢ় ১৩৩১

প্রতিবেশিনী

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চ'ল্‌তো নিতুই সকাল সাঁঝে।
আর এ পথে চলবে না সে সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে ॥

আমার দ্বারের কাছটীতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে,
ট'লতো চরণ, চাউনী বিবশ কাঁপ্‌তো নয়ন-পাতার কোলে—
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো !
কেউ কখনো কইনি কথা,
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাতো অনাহতা
গোপন মরম-বীণার মাঝে ॥

ছায়ানট

মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি' তারি পায়ের পরশ
বুক-খসা তার আঁচর-চুমু,
রঙীন ধূলো পাংশু হ'ল, ঘাস শুকোলো, যেচে বাচাল
যোড়-পায়েলার রুমু-ঝুমু।

আজো আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটতো বেলা,
একলা ব'সে শূন্য ঘরে—তেম্‌নি ঘাটে ভাস্‌বে ভেলা,—
অবহেলা হেলা-ফেলায় গো।
শুধু সে আর তেমন ক'রে
মন রবে না নেশায় ভ'রে
আসার আশায় সে কার তরে
সজাগ হ'য়ে সকল কাজে।
ডুক্‌রে কাঁদে মন-কপোতী—
'কোথায় সাথীর কূজন বাজে?
সে-পা'র ভাষা কোথায় রাজে?'

দেওঘর
মাঘ ১৩২৭,

দুপুর-অভিসার

যাস্ কোথা সই একলা ও' তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?

সাঁজ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকুল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
ভাখ্ রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি',
পিক-বধূ সব টিট্‌কিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি—
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে।

দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দুকূল তোর,
ঐ চেয়ে দ্যাখ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকুল-চোর।

সারঙ রাগে বাজায় বাঁশী নাম ধরে' তোর ওই,
রোদের বুকে লাগলো কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর?
আ'— আ' ম'লো যা'! তাইতে হা দ্যাখ্
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে!
পাগলী মেয়ে! রাগলি নাকি? ছি ছি দুপুর-কালে
বল্ কেমনে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে?

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩৩৫

ছল্-কুমারী

কত ছল ক'রে সে বারে বারে দেখতে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটী
আমার দোরেই থামায়॥

জানলা-আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায়॥

সবাই যখন ঘুমে মগন দুরু দুরু বুকে তখন
আমায় চুপে চুপে
দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়,
রঙ্ খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে।

দোর দিয়ে মোর জল্‌কে চলে
কাঁকন হানে কলস-গলে।
অমনি চোখোচোখী হ'লে
চমকে ভুঁয়ে নখটি ফোঁটায় চোখ দুটীকে নামায়॥

ছায়ানট

সইরা হাসে দেখে তাহার দোর দিয়ে মোর
নিতুই নিতুই কাজ অকাজে হাঁটা,
করবে কি ও ? রোজ যে হারায় আমার দোরেই
শিথিল বেণীর দুষ্টু মাথার কাঁটা !

একে ওকে ডাকার ভানে
আনমনা মোর মনটি টানে,
কি যে কথা সেই তা জানে
ছল-কুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায় ॥

পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে
উদাস নয়ান যখন এলোকেশে,
জানি, তখন মনে মনে আমার কথাই ভাবতেছে সে,
মরেছে সে আমায় ভালোবেসে !

বই-হাতে সে ঘরের কোণে—
জানি আমার বাঁশীই শোনে,
ডাকলে রোষে আমার পানে
নয়না হেনেই রক্ত-কমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায় ॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পাপড়ি খোলা

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিম্‌ঝিমিয়ে মরম-কথা।
পথের মাঝে চম্‌কে' কে গো থম্‌কে' যায় ঐ শরম-নতা॥

কাঁখ্‌-চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পর্‌দেশী কে
হান্‌লে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্‌বালা এই উর্ব্বশীকে

শূন্য তাহার কন্যা হিয়া
ভর্‌ল বধূর বেদ্‌না নিয়া,
জাগিয়ে গেল পর্‌দেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা।

দৌলৎপুর,
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

বিধুরা পথিক-প্রিয়া

আজ নলিন্-নয়ান মলিন কেন বল সখি বল বল।
পড়্‌ল মনে কোন্ পথিকের বিদায়-চাওয়া ছল ছল?
বল সখি বল বল।

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,
ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পথিক গেছে চ'লে
আবার ফিরে আস্‌ব ব'লে গো?
স্বর শু'নে কা'র চম্‌কে ওঠ? আ—হা!
ওলো ওযে বিহগ-বেহাগ নির্ঝরিণীর কল-কল।

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ—হা!
শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায়-ধ্বনি ও,
কোন্ কালোরে কোন্ ভালোরে বাস্‌লে ভালো, আ—হা!
খুঁজ্‌ছ মেঘে পরদেশী কোন্ পলাতকার নয়ন-অমিয়?

চুম্‌ছ কারে ? ও নয় তোমার চির-চেনার চপল হাসির
আলো-ছায়া,
ওযে গুবাক-তরুর চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের
মেঘ্‌লা-মায়া।

ওঠ পথিক-পূজারিনী উদাসিনী বালা !
সেযে সবুজ-দেশের অবুঝ পাখী কখন্ এসে যাচ্‌বে বাঁধন,
কে জানে ভাই, ঘরকে চল।
ওকি ? চোখে নাম্‌ল আবার বাদল-ছায়া ঢল ঢল ?
চল সখি ঘরকে চল ॥

দৌলৎপুর,
কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল ?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল ?

অনেক তো সে ছিল বাঁশী,
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,
কই কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল ?
ওগো এমন ক'রে নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল ?

তোমরা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে পায়ে,
আমার সকল সুধা টুকুন পিয়ে,
সেই তো এসে বুকে ক'রে তুল্‌লো আপন নায়ে
আচম্‌কা কোন্ না-চাওয়া পথ দিয়ে।

আমার যত কলঙ্কে সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল ?
ওগো জান্‌তো কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল॥

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮,

প্রিয়ার রূপ

অধর নিস্‌পিস্‌
নধর কিস্‌মিস্‌,
রাতুল্‌ তুল্‌তুল্‌ কপোল ;
ঝর্‌লো ফুল-কুল,
কর্‌লো গুল্‌ ভুল
লাতুশ বুল্‌বুল্‌ চপল ॥

নাসায় তিলফুল
হাসায় বিল্‌কুল,
নয়ান ছল ছল উদাস,
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর ঘোর,
বয়ান ঢল্‌ ঢল্‌ হুতাশ !

অলক দুল্‌ দুল্‌,
পলক ঢুল্‌ ঢুল্‌,
নোলক চুম খায় মুখেই,
সিঁদুর মুখটুক
হিঙুল টুকটুক,
দোলক্‌ ঘুম যায় বুকেই !

ললাট ঝল্‌মল্‌
মলাট মল্‌মল্‌,
টিপটি টল্‌টল্‌ সিঁথির
ভুরুর কায় ক্ষীণ
শুরুর নাই চিন্‌,
দীপ্‌টি জ্বল জ্বল্‌ দিঠির

চিবুক টোল খায়,
কি সুখ-দোল্‌ তায়
হাসির ফাঁস দেয়—সাবাস!
মুখ্‌টি গোলগাল,
চুপ্‌টি বোল্‌চাল
বাঁশীর শ্বাস দেয় আভাস।

আনার লাল লাল
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর।
কপোল-কোল্‌ ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর।

কুমিল্লা
ফাল্গুন ১৩২৮

[illegible]

আদর-গর-গর
বাদর দর-দর
এ-তনু ডর-ডর
কাঁপিছে থর-থর।
নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল,
কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝর-ঝর ॥

ব্যাকুল বন-রাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি ! মন আজি গুমরে মনে মনে

বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম,
এ জনু পাখী সম
  বরিষা-জর-জর ॥

কাহার ও-মেঘোপরি গমন গম গম ?
সখি রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম ছম !

গগনে ঘন ঘন
সঘনে শোন শোন—
ঝনন রণ রণ—
  সজনি ধর ধর ॥

জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,
কাজরী-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে।

শ্যামল মুখ স্মরি'
সখিয়া বুক মোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি'
  আঁখিয়া ভর ভর ॥

বিজুরী হানে ছুরি চমকি' রহি' রহি'
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি !

সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর মর ॥

নদীর কল-কল, ঝাউ-এর ঝল-মল,
দামিনী জ্বল-জ্বল, কামিনী টল মল !

আজি লো বনে বনে
শুধানু জনে জনে,
কাঁদিল বায়ু সনে
তটিনী তর-তর ॥

আতুরী দাতুরী লো কহ লো কহ দেখি
এমন বাদরী লো ডুবিয়া মরিব কি ?

একাকী এলোকেশে
কাঁদিব ভালোবেসে,
মরিব লেখা শেষে,
সজনি সর সর

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

কার বাঁশী বাজিল?

কার বাঁশী বাজিল
নদী-পারে আজ লো?
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল—
কার বাঁশী বাজিল?

বনে বনে দূরে দূরে
ছল ক'রে সুরে সুরে
এত ক'রে ঝুরে' ঝুরে'
কে আমায় যাচিল?
পুলকে এ তনু মন ঘন ঘন নাচিল!
ক্ষণে ক্ষণে আজি লো কার বাঁশী বাজিল?

কার হেন বুক ফাটে মুখ নাহি ফোটে লো!
না-কওয়া কি কথা যেন সুরে বেজে ওঠে লো!
মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা ছিল?
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো?
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশী বাজিল?

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৮

অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটর শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে !

ঐ বাবলা-ফুলে নাক-ছাবি তার,
গায় সাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় পথে যেতে যেতে।

ঐ ঘাসের ফুলে মটর শুঁটীর ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে ভাই মেতে ॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

শুন্য বাদল

ঐ নীল-গগনের নয়ন পাতায়
নাম্‌লো কাজল কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চম্‌কে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া॥

ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে
দাঁড়িয়ে আছে!
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢল ঢল কায়া॥

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
যুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে'
কেয়া-বধূর ঘোম্‌টা টুটে।

আহা! আজ কেন তার চোখের ভাষা
বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা—
জলে-ভাসা ?
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
নিতল আঁখির নীল আবছায়া ॥

ও'কার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায় ?
আমলকী-বন থামলো মাথায়
ঘামলো কাঁদন গগন-সীমায় ?

আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক
এ কোন্ পথিক ?
একি স্তব্ধ তারি আকাশ-কোড়া
অসীম রোদন-বেদন ছায়া ॥

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৯

চাঁদ-মুকুর

চাঁদ হেরিতেছে চাঁদ মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥

হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাঁহা পিউ কাঁহা ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া!

কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী
চির-বিরহিনী রোহিনী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

হুগলি
ফাল্গুন ১৩৩১

চির-চেনা

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে ॥

লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর-সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে ॥

ফাগুন-রাতে শ্বাস দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আবেশ-মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।

সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইসারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে
আমি কাঁদি, এই ত আমার চির-চেনা রে

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

পাহাড়ী গান

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছল

মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদূইন,
মোরা জানিনা ক রাজা রাজ্-আইন,
মোরা পরিনা শাসন-উদুখল !
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল কল
মোরা পাগল-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কল-কল্, ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ চর,
মোরা হাসি গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল।
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্
মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল কল কল্, ছল ছল ছল্, ছল ছল ছল্ ॥

হুগলি
আষাঢ় ১৩৩১

অমর কানন

অমর-কানন
মোদের অমর-কানন !
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন
আমাদের তপোবন ॥

এর দক্ষিণে "শালী" নদী কুলু কুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুল-ময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিণা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন ॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুসী-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি ভেঙে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় শাখী গানের মাতন ॥

প্রহরী মোদের ভাই "পূরবী" পাহাড়,
"শুশুনিয়া" আগুলিয়া পশ্চিমী-দ্বার,
ওড়ে উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন ॥

হেথা ক্ষেত ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখণ।

মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন। *

গঙ্গাজলঘাটি
বাঁকুড়া
আষাঢ় ১৩৩২

* বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়টী নদী পাহাড় বন ও মাঠ-ঘেরা একটী প্রান্তরে। এর নাম অমর কানন। এই বিদ্যালয় অমর নামক একটী তরুণের তপস্যার ফল। সে আজ স্বর্গে। এই গানটী ঐ বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য লিখিত।

পূবের হাওয়া

(ঝড়—পূর্ব্ব-তরঙ্গ)

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক—
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ
দারুণ দাবাগ্নি সম নৃত্য-ছায়ানটে
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি'! অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণা-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণী-পরী
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোঁয়ায়
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায়।
করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালী-বন
কাহারবা-দ্রুত-তালে।—আমি উচাটন
মন্মথ-উন্মদ আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর
ঘূর্ণিয়া পশ্চাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর
প্রথম-কামনা-ভীতু চকোরিণী পানে
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে।

"ঝড়" কবিতার পশ্চিম-তরঙ্গ "বিষের বাঁশী"তে বেরিয়েছিল

সহসা শুনিনু কার বিদায়-মন্থর
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর
পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পূব-পথ-শেষে।
দিগন্তের পর্দ্দা ঠেলি' হিম-মরু-দেশে
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণী পরী,
দিগন্ত ঝাপ্‌সা তার অশ্রু-হিমে ভরি'।
গোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরীস্থানে
মিশে গেল হাওয়া-পরী।
অযথা সন্ধানে
দিক্‌চক্র-রেখা ধরি' কেঁদে কেঁদে চলি
শ্রান্ত অশ্বশ্বসা-গতি। চম্পা-একাবলী
ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া,—
সেই চম্পা চোখে চাপি ডাকি, 'পিয়া পিয়া!'
বিদায়-দিগন্ত ছানি নীল হলাহল
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল-
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা,
আঁখি মোর ঢুলে আসে—শেষ হ'ল চলা!
জাগিলাম জন্মান্তর-জাগরণ-পারে
যেন কোন্ দাহ-অন্ত ছায়া-পারাবারে
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণ-তনু, শীতল-শিহর।
প্রতি রোম-কূপে মোর কাঁপে থরথর।

কাজল-সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ
বুলায় নয়নে মোর, তুলায়ে অবশ
ভার-শ্লথ তনু মোর ডাকে—"জাগো পিয়া!
জাগোরে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া!"
জল-নীলা ইন্দ্র-নীলকান্তমণি-শ্যামা
এ কোন্ মোহিনী তন্বী যাদুকরী বামা
জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল-আমারে ডাকি—"হে সুন্দর পিয়া!"
——আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহা-মৃত্যু-ক্ষুধা,
ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা,—ওগো এত সুধা,
কোথা ছিল অগ্নি-কুণ্ড মোর দাব-দাহে?
এত প্রেম-তৃষা সাধ গরল-প্রবাহে?—
আবার ডাকিল শ্যামা, "জাগো মোরি পিয়া!"—
এতক্ষণে আপনার পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ-কেশরী বীর! প্রলয়-কেশর
স্কন্ধে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা!
চোখে মোর ভাস্বরের দীপ্তি-অরুণিমা
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে! মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তাঁর বেঁধে দেন হেসে!
এ কথা হয় নি মনে আগে,—আমি বীর
পরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়-লক্ষ্মী-শ্রীর

স্নেহের দুলাল আমি ; আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারী
ফুল-মালা চেয়ে ! চাহে তারা নর
অটল-পৌরুষ বীর্য্যবন্ত শক্তি-ধর !
জানিনু যেদিন আমি এ সত্য মহান—
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান
মদন-মোহন-রূপে ! সেই সে প্রথম
হেরিনু, সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম !

যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর
আত্ম-অভিমান হিংসা দ্বেষ-তিক্ত ক্ষোভ—
নিমেষে লুকাল কোথা, স্নিগ্ধ শ্যাম ছোপ
সুন্দরের নয়নের লাগি মোর প্রাণে !
পূবের পরীরে নিয়া অস্তদেশ পানে
এইবার দিনু পাড়ি। নটনটীরূপে
গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে
নেচে নেচে গাই নব-মন্ত্র সাম-গান
শ্যামল জীবন-গাথা জাগরণ-তান !

এইবার গাহি নেচে নেচে
রে জীবন-হারা, ওঠ, বেঁচে !

রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্!
জেগে ওঠ্ ওরে মূর্চ্ছাতুর।
হোক্ অশিব মৃত্যু দূর।
গাহে উদ্‌গাতা সজল ব্যোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্!
ওম্ শান্তি শান্তি ওম্!
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্॥

* * *

এস মোর শ্যাম সরসা
ঘনিমার হিঙুল-শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা!
শ্রাবণের কাজল গুলি'
ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন-তুলি,
মৃতে কর্ প্রাণ-রঙীলা॥
আমি ভাই পূবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন-পাওয়া,
কার্‌ফায় কাজ্‌রী গাওয়া,
নটিনীর পা-ঝিন্‌ঝিন্!

নাচি আর নাচ্‌না শেখাই
পূরবের বাইজীকে ভাই,
ঘুমুরের তাল দিয়ে যাই—
এক্ দুই এক্ দুই তিন ॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর
পিয়ে নীর নীল কম্বুর
থইথই টইটুম্বুর !
ধরা আজ পুষ্পবতী !
শুশুনির নিদ্রা শুষি'
রূপসী ঘুম-উপোসী !
কদমের উদ্‌গমো খুশী
দেখায়্ আজ শ্যাম্ যুবতী

হুরীরা দূর আকাশে
বরুণের গোলাব-পাশে
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে
বিজুলীর ঝিলিমিলিতে !
অরুণ আর বরুণ রণে
মাতিল ঘোর্ স্বননে
আলো-ছায় গগন-বনে
"শার্দ্দূল বিক্রীড়িতে।"

(শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে)

উত্রাস ভীম

মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ

চলিছে আজ,

সোন্মাদ সাগর

খায়রে দোল্‌!

ইন্দ্রের রথ

বজ্রের কামান

টানে উজান

মেঘ-ঐরাবত

মদ-বিভোল্‌॥

যুদ্ধের রোল

বরুণের জাঁতায়

নিনাদে ঘোর,

বারীশ্‌ আর্‌ বাসব

বন্ধু আজ।

সূর্য্যের তেজ

দহে মেঘ-গরুড়

ধূম্র-চূড়,

রশ্মির ফলক

বিঁধিছে বাজ॥

বিশ্রাম-হীন
যুঝে তেজ-তপন,
দিক্-বারণ
শির-মদ-ধারায়
ধরা মগন।

অম্বর-মাঝ
চলে আলো-ছায়ায়
নীরব রণ
শার্দ্দূল শিকার
খেলে যেমন।

রৌদ্রের শর
খরতর প্রখর
ক্লান্ত শেষ,
দিবা দ্বিপ্রহর
নিশী-কাজল!

সোল্লাস ঘোর
ঘোষে বিজয়-বাজ
গরজি-আজ
দোলে সিংহ-বিক্রীড়ে দোল্

(সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ- বিজয়-গান, গগনময় মহোৎসব।
রবির রথ অরুণ-যান- কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ- মহার্ণব॥

মেঘের ছায় শীতল কায় ঘুমায় থির দীঘির জল অথই থই।
তৃষায় ক্ষীণ 'ফটিক্ জল' 'ফটিক জল' কাঁদায় দিল্ চাতক ঐ॥

মাঠের পর সোহাগ-ঢল জলদ-দ্রব ছলাৎছল ছলাৎছল।
পাহাড় গায় ঘুমায় ঘোর অসিত মেঘ- শিশুর দল অচঞ্চল॥

বিলোল-চোখ হরিণ চায় মেঘের গায়, চমক খায় গগন-কোল,
নদীর পার চখীর ডাক 'কোয়াক্‌কো' বনের বায় খাওয়ায় দোল॥

স্বয়ম্ভূর সতীর শোক- ধ্যানোন্মাদ- নিদাঘ-দাব তপের কাল
নিশেষ আজ। মহেশ্বর উমার গাল চুমায় ঘায় রাঙায় লাল॥

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার আমার বিলাস্ শুরু অনঙ্গশেখরে।
পরশ-সুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে॥
কুসুমেষু'র পরশ কাতর নিতম্ব-মন্থরা
সিনান্-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা

ঘন শ্রোনীর, গুরু উরূর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ পরুষ-পীড়ন পুরুষ-পরশ-সুধা।
শিথিল-নীবি বিধুর বালা শয়ন-ঘরে কাঁপে,
মদন্-শেখর কুসুম্-স্তবক উপাধানে চাপে!

আমার বুকের কামনা আজ কাঁদে নিখিল জুড়ি',
বনের হিয়ায় তিয়াষ জিয়ায় প্রথম কদম-কুঁড়ি।
শাখীরা আজ শাখায় শাখায় পাখায় পাখায় বাঁধা,
কুলায় রচে, মনে শোনে শাবক শিশুর কাঁদা।

তাপস-কঠিন উমার গালে চুমার পিয়াস জাগে,
বধূর বুকে মধুর আশা কোলে কুমার মাগে!
তরুণ চাহে করুণ চোখে উদাসী তার আঁখি,
শোনে, কোথায় কাঁদে ডাহুক ডাহুকীরে ডাকি!

এবার আমার পথের শুরু তেপান্তরের পথে,
দেখি, হঠাৎ চরণ রাঙা মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার এখনো যে সকল পথই বাকী,
মৃণাল হেরি' মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি!

হুগলি
শ্রাবণ ১৩৩১

আল্‌তা-স্মৃতি

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আল্‌তা প্রথম যেদিন প'রেছিলে,
সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে করেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে?

জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য নূতন পাওয়ার পিয়াস
হঠাৎ কেন জাগ্‌ল সেদিন, কণ্ঠ ফেটে কাঁদ্‌ল তিয়াস।
মোর আসনে সেদিন রাণী
নতুন রাজায় বর্‌লে আনি,'
আমার রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

মর্ম্মমূলে হান্‌লে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরি,
সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি'।
আমার প্রাণের রক্ত-কমল
নিঙড়ে হ'ল লাল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় ব'রেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

ছায়ানট

আমায় হেলায় হত্যা ক'রে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়ে ছিলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুখে।
আলতা সে নয়, সে যে খালি
আমার যত চুমোর লালী!
খেল্‌তে হোরি তাইতে, গোরী, চরণ তরী ভরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

জানি রাণী, এম্‌নি ক'রে আমার বুকের রক্ত-ধারায়
ইআমার প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়
এবারও সেই আলতা-চরণ
দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!
মরণ-শোষা রক্ত আমার চরণ-ধারে ধরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥
কাহার পুলক-অলক্তকের রক্তধারায় ডুবিয়ে চরণ
উদাসিনী! যেচেছিলে মনের মনে আমার মরণ?
আমার সকল দাবী দ'লে
লিখলে 'বিদায়' চরণ-তলে!
আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

বহরমপুর জেল
অগ্রহায়ণ ১৩৩১

রৌদ্র-দগ্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো।

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক টুটুক খ'সে,
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

ছায়ানট

মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কমল-দীপ,
ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুম্-শাখে মোর স্বপন মণি-নীপ।
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-শাখে
কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে-কালোতে নিত্য মরণ যাচে—
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি'
সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
ম্লান ক'রে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

সমস্তিপুরের
ট্রেণপথে
ফাল্গুন ১৩৩০